পাবিপ্রবি

দাবি না মানলে লাল কার্ড দেখাবে আন্দোলনকারীরা

সংবাদ : নিজস্ব বার্তা পরিবেশক, পাবনা

| ঢাকা , বুধবার, ০৬ নভেম্বর ২০১৯

উপাচার্য অধ্যাপক ড. রোস্তম আলীসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদত্যাগের একদফা দাবিতে গতকালও বিক্ষোভ করেছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সপ্তম দিনের মতো সকাল থেকে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। পরে প্রশাসনিক ভবনের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে তারা। শিক্ষার্থীদের এক দফা দাবি মানা না হলে ভর্তি পরীক্ষা বন্ধসহ লাল কার্ড প্রর্দশনীর হুঁশিয়ারি দেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা জনান, সম্প্রতি ফাঁস হওয়া পাবিপ্রবি উপাচার্য ড. এম রোস্তম আলীর কাছে চাকরি প্রার্থীর ঘুষ ফেরৎ চাওয়ার অডিও তদন্তসহ ১২ দফা দাবি পূরণে আন্দোলন করে আসছেন তারা। কিন্তু দাবি পূরণে বেঁধে দেয়া সময়সীমা পার হলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই উপাচার্যসহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদত্যাগের এক দফা দাবিতে গত বুধবার থেকে আন্দোলন

শুরু করে তারা। আগামী ১৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আগেই দাবি বাস্তবায়ন চান শিক্ষার্থীরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, আমাদের সঙ্গে আলোচনায় না বসে গত রোববার রাতে গোপনে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলো ছেড়ে পালিয়ে যায় ভিসি স্যার। পরে বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে ভিসি স্যার গত সোমবার রাতে ফিরে আসেন ক্যাম্পাসে। শিক্ষার্থীরা বলেন, ভিসি স্যার সব বিভাগীয় প্রধানদের ফোনের মাধ্যমে ভর্তি পরীক্ষা এবং আন্দোলন বন্ধ করার জন্য সব ধরনের কার্যক্রম আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত বন্ধের নির্দেশ প্রদান করেছেন।

শিক্ষার্থীরা বলেন, এই দুর্নীতিগ্রস্ত অযোগ্য ভিসি সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছেন। আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাব। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা হতে দেয়া হবে না। কাল ভিসি স্যার এবং অযোগ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে লাল কার্ড প্রর্দশন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান তারা।

এদিকে শিক্ষার্থীদের দাবির বিষয়ে সংকট নিরসনের জন্য জরুরিভিত্তিতে প্রভোস্ট, অনুষদ ডিন, প্রক্টর ও ছাত্র উপদেষ্টাদের নিয়ে জরুরি বৈঠক করে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানান প্রক্টর। কমিটির প্রধান বঙ্গবন্ধু হলের প্রভোস্ট মো. সাইফুল ইসলামকে সমন্বয়ক করে তার উপর দায়িত্ব প্রদান করা হলেরও তিনি এই দায়িত্বের কথা অস্বীকার করে

বলেন মৌখিকভাবে আমাকে বলা হয়েছে। আমি এই ধরনের কোন দায়িত্ব গ্রহণ করিনি। তবে ভিসি স্যারের কথার জন্য আমরা ছাত্রদের ডেকে ছিলাম তারা ভিসি স্যার ছাড়া আলোচনায় বসতে রাজি হয়নি। পরে আর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসা হয়নি বলে জানান তিনি। কিন্তু দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকেরা এখনও ছাত্রদের সঙ্গে কোন ধরনের আলোচনায় বসেনি বলে জানিয়েছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা।